উত্তরঃ ভূমিকা : মানব হৃদয়ের রহস্য উন্মোচন এবং জীবনের সূক্ষ্মদর্শী রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোকে তাঁর সময় অপেক্ষা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল করে অঙ্কন করেছেন। যে হোম সুরভিপূত তপোবন তরুছায়া সমাচ্ছন্ন নির্জন অরণ্যভূমিতে সীতা, সাবিত্রী, সতী দয়মন্তীর প্রেমে মহিমান্বিত আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল চরিত্র গড়ে উঠেছিল তারই একটি প্রভাব বঙ্কিমের নারী চরিত্রবৃন্দকে বেষ্টন করে আছে। তবে তাঁর চরিত্রগুলো প্রাচীন সাহিত্যের নায়িকাগণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও কেবল তাদের প্রতিচ্ছবিতে পর্যবসিত হয়নি। যে জাগ্রত চিন্তাশক্তি ও স্বাধীন প্রেরণা আধুনিক যুগের নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার আভাসই নারীদের এক নতুন ও অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে তেমনি একটি চরিত্র মতিবিবি চরিত্র। রূপজ মোহ, ঈর্ষা, মায়ামমতা, প্রেয়সী প্রভৃতি রূপের সমন্বয়ে গঠিত এ চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য চরিত্র বলেই বিবেচিত। মতিবিবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক অনন্য সৃষ্টি। রক্ত মাংসে, প্রেম সৌন্দর্যে ও ঈর্ষায় গড়া পুরোপুরি মানবিক একটি চরিত্র। তার একদিকে ঈর্ষা, অন্যদিকে সৌন্দর্য পূজারি। মতিবিবি এসব মানবিক গুণাবলি ধারণ করে আছে বলেই আমাদের কাছে তা বেশি আকর্ষণীয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস অবলম্বনে মতিবিবির চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো :

১. মতিবিবির প্রাথমিক পরিচয় : মতিবিবি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। সে রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা এবং উপন্যাসের নায়ক নবকুমারের প্রথম স্ত্রী। মতিবিবি তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম পদ্মাবতী। পূর্বে সে হিন্দু ছিল। তার পিতা সপরিবারে পাঠান সেনা কর্তৃক ধৃত হয় এবং মুসলমান হয়ে নিষ্কৃতি পায়। এ সময় তার নামকরণ করা হয় লুৎফুন্নিসা। পদ্মাবতী পিতার সাথে বাড়িতে প্রত্যাগমন করলে নবকুমারের পিতা জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করেছিলেন সে নবকুমারের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তীতে সে আর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তবে সে যুবরাজ সেলিমের প্রধান মহিয়সীর প্রধান সহচরী হয় এবং যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হয়। যুবরাজের হৃদয় হরণ করে তার পাটরানি হওয়ার প্রতিজ্ঞায় স্থির হয়।

উপন্যাসের সর্বাংশে দেখা যায়– মতিবিবি নিজের রূপ, সতীত্ব এবং বুদ্ধি সম্পর্কে অহংকারী। তার সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য– "যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখনো বা লালসাবিস্ফারিত, মদন রসে টলায়মান।... রূপরাশিতরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।"

২. সৌন্দর্য-পিয়াসী মতিবিবি : মতিবিবির সৌন্দর্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সে নিজেও সৌন্দর্যের মানস প্রতিমা। সে নবকুমারের স্ত্রী কপালকুণ্ডলাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে এবং তার গায়ের অলংকারগুলো নিজের শরীর থেকে খুলে সেগুলো একটি একটি করে কপালকুণ্ডলাকে পরিয়ে দিয়েছে এবং সবকটি অলংকার পরানো শেষ হলে নবকুমারকে বলেছে, "আপনি সত্যিই বলিয়াছিলেন, এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না।" কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দর্শনে তাকে তার অলংকার দেওয়া সৌন্দর্যমুগ্ধ মতিবিবির সৌন্দর্যের প্রতিদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. মানবিক চরিত্র মতিবিবি : মতিবিবি বঙ্কিম উপন্যাসে রক্ত মাংসে গড়া এক মানবিক চরিত্র। মতিবিবি বাদশা সেলিমের প্রেয়সী। একসময় নিজের অবস্থানে মেহেরুন্নেসাকে সে দেখে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়েছে। তাই একদিন সে কৌশলে জানতে এসেছে মেহেরুন্নেসাও সেলিমকে ভালোবাসে কি না। অন্যদিকে, দিল্লি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পথের মধ্যে নবকুমারকে পেয়েছে এবং তারই আন্তরিক সহযোগিতায় নিরাপদে চটিতে এসে যখন নবকুমারের সঠিক পরিচয় জানতে পেরেছে, তখন সে বিস্মিত হয়েছে। মতিবিবিই নবকুমারের প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী। সে কথাটি নবকুমার বুঝতে না পারলেও মতিবিবি ঠিকই বুঝে নিয়েছে এবং নবকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী কপালকুণ্ডলার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছে।

৪. কৌশলী চরিত্র মতিবিবি : একদিকে বাদশা সেলিম, অন্যদিকে তার স্বামী নবকুমার এ দ্বন্দ্বে সে খানিকটা বিচলিত। শেষে যখন কৌশলে মেহেরুন্নেসার মনোভাব জানতে পেরেছে। মেহেরুন্নেসা সেলিমকে এখনও মনে রেখেছে কি না তা জানতে চাইলে মেহেরুন্নেসা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সে আজীবন সেলিমকে তার হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করবে। তাই সেলিমকে পাওয়ার প্রত্যাশা যখন পূরণ হওয়ার নয় বলে মতিবিবি অনুমান করেছে তখন থেকে নবকুমারকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সুকৌশলে কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কাপালিক কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে সরিয়ে দিতে চাইলেও কাপালিকের মত সে নরঘাতক নয়। সে চায় না কপালকুণ্ডলাকে প্রাণে মারতে। মতিবিবি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বলেই তার স্বামীকে পেতে চেয়েছে। মতিবিবির মনে হিংসা থাকলেও তা কখনো জিঘাংসায় রূপ নেয়নি।

৫. ঈর্ষাপরায়ণ মতিবিবি : মতিবিবির চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ঈর্ষা। এ ঈর্ষার কারণেই নবকুমার কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য জীবন সে ভেঙে দিয়েছে। এ উপন্যাসের প্রধান ট্র্যাজেডির কারণই মতিবিবির ঈর্ষা, আর তা থেকেই বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয়, যখনই মতিবিবি দেখেছে সেলিম মেহেরুন্নেসার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে তখনই সে ঈর্ষান্বিত হয়েছে এবং মেহেরুন্নেসার কাছ থেকে কৌশলে জানতে চেয়েছে যে মেহেরুন্নেসা সেলিমের প্রতি দুর্বল কি না। যখন সে জানতে পেরেছে তখনই ঈর্ষান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে, কপালকুণ্ডলার প্রতি ঈর্ষাবশত নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার সুখের সংসারকে ভেঙে দিয়েছে।

৬. কৌতুকপ্রিয় মতিবিবি : হাস্য কৌতুকপ্রিয় মতিবিবি সবাইকে হাস্য পরিহাসে মাতিয়ে রাখতে পারত। চটিতে নবকুমারের সাথে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাতের পর পেষমন তার পরিচয় জানতে চাইলে মতিবিবি বলেছে, "মেরা শৌহর।" এতে মতিবিবির চরিত্রের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে সপ্তগ্রামে ফিরবার পথে ডাকাত আক্রান্ত মতিবিবিকে দেখতে পায়। ভগ্ন শিবিকা দেখে নবকুমার কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কায় উদ্বেলিত হয়। সে জিজ্ঞাসা করে সেখানে কেউ জীবিত আছে কিনা একটি নারী কণ্ঠ উত্তর করলে সে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে কপালকুণ্ডলা কিনা। তখন স্ত্রীকণ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলে 'কপালকুণ্ডলা কে, তা আমি জানি না – আমি পথিক, আপাতত দস্যুহস্তে নিষ্ঠুষ্ঠিত হইয়াছি।' মতিবিবি জীবনের চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও জীবনকে হালকা ব্যঙ্গ রসে পূর্ণ করেছে। সে মুখরা এবং নিষঙ্কচিত্ত। সে অপরিচিত নবকুমারকে অবলীলায় নিজের বর্তমান পরিস্থিতির কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছে এবং মূঢ়ের ন্যায় আচরণ না করে নবকুমারের কাঁধে ভর দিয়ে চটিতে পৌছেছে।

৭. সুন্দরী চরিত্র মতিবিবি : মতিবিবি চরিত্রটিকে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ শিল্প কুশলতা ও সুনিপুণ দক্ষতায় সৃষ্টি করেছেন। মতিবিবি নিজেই একটি সৌন্দর্যের মানস প্রতিমা। বঙ্কিমচন্দ্র তার রূপ বর্ণনার মাধ্যমে মতিবিবির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা হলো এমন– "কণ্ঠাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহু নূতন, নূতন শোভা বিকাশের কারণ।" তার রূপরাশিকে লেখক তপ্ত কাঞ্চনের সাথে তুলনা করেছেন।

এ রূপ বর্ণনা দ্বারা তার বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক প্রগলভতা ও কামমোহিনী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে। দেহের বর্ণনা ও কণ্ঠস্বর দ্বারা তার পূর্ণ যৌবনের বাস্তবরূপ প্রকাশ করা হয়েছে। একদিকে সে রূপ নিয়ে কপালকুণ্ডলাকে ঈর্ষা করেছে। অন্যদিকে, রূপ নিয়ে তার প্রেমিক সেলিমের প্রতি আকৃষ্ট মেহেরুন্নেসাকে ঈর্ষার চোখে দেখেছে এবং তার সাথে রূপের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

৮. নিয়তির শিকার মতিবিবি : মতিবিবির জীবন ইতিহাস একটু জটিল, নবকুমারের সাথে তার বিয়ে হওয়ার সময় তার নাম ছিল পদ্মাবতী। নবকুমারের সাথে পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। কিন্তু হঠাৎ একবার পদ্মাবতীর পিতা একটু জটিল সমস্যার মধ্যে মুহম্মদীয় ধর্মাবলম্বন করেন এবং তাতে নবকুমারের পিতা জাতিচ্যুত পিতার কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে আর গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ার কারণে পদ্মাবতী পিতৃগৃহে ফিরে এসে লুৎফুন্নিসা নাম গ্রহণ করে। এরপর স্বদেশে সমাজচ্যুত ব্যক্তি অপমানের ভয়ে তারা সপরিবারে আগ্রায় চলে আসেন এবং আকবর শাহের আনুগত্য লাভ করেন। খুব সহজেই তার পিতা আগ্রার প্রধান ওমরাহ বলে বিবেচিত হন।

৯. সুশিক্ষিতা মতিবিবি : মতিবিবি সুশিক্ষিতা, পারসিক, সংস্কৃতি নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে তার জুড়ি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লুৎফুন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দমবেগবতী।"

১০. প্রতিহিংসাপরায়ণ মতিবিবি : এ সবকিছু মিলিয়ে মতিবিবি রক্ত মাংসে গড়া একটি মানবীয় চরিত্র। সে সবসময় চেয়েছে তার আত্মস্বরূপ সবার সামনে উন্মোচন করতে। নিজের রূপ, সৌন্দর্য, কর্মদক্ষতা দিয়ে সৌন্দর্যের মধ্যমণিরূপে থাকতে। তবে একটি পর্যায়ে এসে নবকুমারকে দেখার পর থেকে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে এবং আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লিতে এসে বসবাস করতে থাকে। মতিবিবি নবকুমারের সপ্তগ্রামে এসে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে এবং নবকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে নবকুমারকে পেতে চায়। পদ্মাবতী সপ্তগ্রামে এসে নবকুমারকে প্রেম নিবেদন করলে সে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর ফলে তার মধ্যে যে আত্মভিমান ছিল তা আবার ঝড়ের গতিতে জেগে উঠে। নবকুমার তার আশা পরিত্যাগ করে আগ্রাতে পদ্মাবতীকে ফিরে যেতে বললে তার যে প্রতিক্রিয়া হয় তা ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

"স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিত ফণা যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন 'এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।"

১১. স্বামীকাতর-মতিবিবি : মতিবিবি তার স্বামীকে পেতে চায় এটি তার কোনো অবান্তর বিষয়ও নয়। তাছাড়া কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেও সে তাকে নিজের সব ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ, দাসদাসী সবই দিতে চেয়েছে, এক্ষেত্রে মতিবিবির চরিত্রে একজন সহৃদয় ব্যক্তিমানসের পরিচয় স্পষ্ট। পদ্মাবতী সংকল্পবদ্ধ হয় নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে। কপালকুণ্ডলার চরিত্র সম্পর্কে নবকুমারের মনে সে সংশয়ের– সন্দেহের কালো মেঘ সৃষ্টি করে। সে ষড়যন্ত্রকারিণী হিসাবে ব্রাহ্মণবেশীর রূপে নবকুমারের গৃহের কাছে অরণ্যে প্রবেশ করে। রাতে অরণ্যে কাপালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে কপালকুণ্ডলার ক্ষতি সাধনের জন্যে। কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে বধ করতে চায়, কিন্তু মতিবিবি হত্যায় বিশ্বাস করে না। সে কাপালিককে স্পষ্ট করে জানিয়েছে–

"তোমার মৃত্যুই তাহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহ জন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে এতদূর অধঃপাত হয় নাই যে আমি নিরপরাধে বালিকার মৃত্যু সাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না।"

এখানে লুৎফু-উন্নিসার স্বামী লাভের জন্য কাতর প্রার্থনা তার পরিবর্তিত চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়। কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে সে বলেছে – 'আমারও প্রাণ দাও - স্বামী পরিত্যাগ কর।' মতিবিবির সংলাপে তার অন্তরাত্মার কাতর – ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। মতিবিবি কপালকুণ্ডলার কাছে আত্মপরিচয় দান করে অকপটে সমস্ত কথা জানিয়েছে। সপত্নীর কাছে তার স্বামী ভিক্ষা যেন তার সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়, যা আমাদের বিস্মিত করে। অবশ্য এর আগে সে নবকুমারের চরণ জড়িয়ে ধরে তাঁর কাছে 'দাসীত্ব' ভিক্ষা করেছিল। যেমন – "আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্ত করিব।"

১২. ব্যক্তিত্বময়ী মতিবিবি : মতিবিবি ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র। তাই সে যখনই শুনতে পেয়েছে তার প্রেমিক বাদশা সেলিম মেহেরুন্নেসার প্রতি আকৃষ্ট তখনই সে সেলিমকে ত্যাগ করতে চেয়েছে। কেননা মতিবিবি চায় সেলিমের কাছে একমাত্র প্রেয়সী হয়ে থাকতে। সেলিমের আকাশে সে একটি মাত্র ধ্রুবতারা হতে চায়। সেলিম মতিবিবিকে বলেছে "এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করে না। এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না।" তখন ব্যক্তিত্বময়ী মতিবিবি উত্তর দিয়েছে "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুটি কমল ফোটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?"

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে মতিবিবির ঈর্ষা-ক্ষোভ, লোভ, প্রেম বিদ্রোহ সকলই সমাজ মানুষের অনুগামী। সে যেমন কপালকুণ্ডলার জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি বয়ে এনেছে – তেমনি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং নবকুমারকে না পেয়ে তার জীবনও হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। মতিবিবি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন– "মতির চরিত্র মহাদোষে কলুষিত, মহৎগুণেও শোভিত।" মতিবিবি তাঁর ছদ্মনাম, তাঁর মুসলিম নাম লুৎফুন্নিসা তার প্রকৃত নাম পদ্মাবতী। সপ্তগ্রামে নবকুমারের যে পদ্মাবতী, আগ্রায় সে লুৎফুন্নিসা, উড়িষ্যা ও বর্ধমানের পথে সে মতিবিবি। পদ্মাবতীর চরিত্রে যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, তা কপালকুণ্ডলাও নবকুমারের চরিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমাগমে তাকে আরো বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।